27-5-55

ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের
"সন্ধ্যারাগ" অবলম্বনে

প্রোডাকসন সিণ্ডিকেট লিমিটেডের
নিবেদন

শাপমোচন

চিত্রনাট্য
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় · পরিচালনা
সুধীর মুখার্জী · সঙ্গীত
হেমন্ত মুখার্জী ·

• মেহতা পিকচার্স রিলিজ •

প্রোডাক্‌সন সিণ্ডিকেট লিমিটেডের

"শাপমোচন"

ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যারাগ' উপন্যাস অবলম্বনে

প্রযোজনা ও পরিচালনা	:	সুধীর মুখার্জী
সহঃ পরিচালনা	:	বিনু বর্দ্ধন
চিত্রনাট্য ও প্রচার সচিব	:	নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
আলোক চিত্র-শিল্পী	:	দেওজী ভাই ।
গীতিকার	:	কবি বিমল চন্দ্র ঘোষ ।
সংগীত পরিচালনা	:	হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ।
সম্পাদনা	:	বৈদ্যনাথ চ্যাটার্জি ।
শব্দযন্ত্রী ও পূর্ণশব্দ লিখন	:	সত্যেন চ্যাটার্জি ।
শিল্প নির্দ্দেশ	:	সত্যেন রায় চৌধুরী ।
ব্যবস্থাপনা	:	কালীপদ দত্ত গুপ্ত ।
রূপসজ্জা	:	শক্তি সেন ।
স্থির চিত্র	:	ষ্টুডিও সাংগ্রীলা ।
সজ্জা	:	গোবর্দ্ধন রক্ষিত
আলোক সম্পাত	:	প্রভাস ভট্টাচার্য্য, রঞ্জিত সিংহ, কেষ্ট চক্রবর্ত্তী ।
রসায়নাধ্যক্ষ	:	আর, বি, মেহতা ।

টেকনিসিয়ান্স ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত ও
বেঙ্গল ফিল্ম লেবরেটরীজ লিঃ এ পরিস্ফুটিত

কণ্ঠ সঙ্গীতে	:	ডি, ভি, পালুশকর, চিন্ময় লাহিড়ী, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র ও প্রতিমা বন্দোপাধ্যায় ।
ধন্যবাদ জ্ঞাপন	:	পবিত্র চট্টোপাধ্যায়, চিন্ময় লাহিড়ী; বোস এণ্ড সন্স লিঃ, স্মার্ট অয়ার, অঙ্গশ্রী ও পাইওনীয়ার ইঞ্জিনিয়ারীং কোং

বহির্দৃশ্যাবলীর শব্দানুলেখন ভূপেন ঘোষ কর্ত্তৃক
ম্যাগনেটিক্ টেপ্ রেকর্ডিং সিণ্ডিকেটের কিনেভক্স শব্দযন্ত্রে গৃহীত ।
যন্ত্র সঙ্গীত—সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা ।

একমাত্র পরিবেশক :—
মেহতা পিকচার্স

ওস্তাদ গাইয়ে-দের বংশ। কিন্তু বংশে ছিল নিদারুণ এক অভিশাপ। দরিদ্র গুরুকে অস্বীকার আর অপমান করার দরুণ, ক্ষুব্ধ গুরু অভিশাপ দিয়েছিলেন, যে কেউ সে বংশে সঙ্গীতচর্চা করবে হয় পঙ্গু হয়ে থাকবে, নয় অপঘাতে তার মৃত্যু হবে। বড় ভাই দেবেন্দ্র কুসংস্কার বলে তাকে উড়িয়ে দেয় এবং সঙ্গীত চর্চায় একেবারে ডুবে যান। কিন্তু জীবনের মাঝপথে অকস্মাৎ এলো কঠিন ব্যাধি, তার ফলে দুটী চোখ গেল অন্ধ হয়ে। সেই সঙ্গে সংসারে ভেসে এলো নিদারুণ দারিদ্র। বাধ্য হয়ে তাই একদিন ছোট ভাই মহেন্দ্রকে তিনি পাঠালেন কলকাতায়, তাঁর পিতৃবন্ধু উমেশবাবুর কাছে, চাকরীর সন্ধানে। কিন্তু কলকাতায় যাবার মুখে তিনি মহেন্দ্রকে শপথ করিয়ে নিলেন, যেন কোন কারণেই সে সঙ্গীত চর্চা না করে। বংশের ধারা অনুযায়ী মহেন্দ্রের রক্তে ছিল সুরের প্রীতি, জীবনে সে বিশেষ কিছুই শিখতে পারে নি কিন্তু তার অন্তর ভরা ছিল সঙ্গীত আর সুরের দৈব-সম্পদে। দেবেন্দ্র ছোট ভাইটিকে নিজের ছেলের চেয়েও ভালবাসতো, মহেন্দ্র ছিল তার দাদা আর তার বৌদির প্রাণের প্রাণ। তাই অন্তরের সমস্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও দাদার কাছে শপথ করে সে এলো কলকাতায় ভাগ্যের অন্বেষণে।

সরল-প্রাণ পাড়াগাঁয়ের ছেলে মহেন্দ্র এসে পড়লো কলকাতার তাঁদের পিতৃবন্ধু উমেশবাবুর বাড়ীর আভিজাত্য ও ঐশ্বর্য্যের আবহাওয়ায়। সেই বাড়ীতে যেদিন প্রথম পদার্পণ করলো, সেই বাড়ীর এক বিশেষ বন্ধু, কুমার বাহাদুর, মহেন্দ্রকে চাকর বলে ভুল করলো কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই তাকে সেই

নিদারুণ অপমান ও লজ্জা থেকে রক্ষা করলো উমেশবাবুর কন্যা মাধুরী। মাধুরী তার বাবার কাছ থেকে শুনেছিল, একদিন মহেন্দ্রের পিতা জীবন তুচ্ছ করে তার বাবাকে বাঁচিয়েছিলেন। সেই ঋণ শোধ করবার দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে মাধুরী পণ করলো, এই পাড়াগাঁয়ে নিরীহ তরুণটী মেজে ঘসে সংস্কার করে অভিজাত সমাজের সামনে তুলে ধরবে। কিন্তু হায়, মহেন্দ্রকে নতুন করে গড়ে তুলতে গিয়ে, সকলের অজ্ঞাতে সে নিজেই পড়লো ভেঙ্গে। মাধুরীর প্রচণ্ড প্রেমের বন্যায় ভেসে গেল মহেন্দ্রের শপথ। একদিন এক নিশীথ লগ্নে মাধুরী নতুন করে আবিষ্কার করলো সুর-পাগল মহেন্দ্রকে। মহেন্দ্রের সমস্ত আশঙ্কাকে ভেঙ্গে চুরমার করে মাধুরী তাকে টেনে নিয়ে চল্লো সঙ্গীতের আসরে, সুরের স্বর্গ-লোকে। প্রেমের চরম দুঃসাহসে মাধুরী মহেন্দ্রকে জানালো, সাবিত্রী যদি যমের মুখ থেকে সত্যবানকে ফিরিয়ে আনতে পারে, একজন সামান্য ব্রাহ্মণের অভিশাপ থেকে আমি তোমাকে উদ্ধার করতে পারবো না?

অলক্ষ্যে হেসে উঠলো জীবনের ভাগ্যবিধাতা। জেগে উঠলো মহা-আবর্ত্ত, প্রচণ্ড সংঘর্ষ। মাধুরীর জীবনে নেমে এলো মহা-পরীক্ষা। সে মহা-পরীক্ষায় সে কি উত্তীর্ণ হয়েছিল? একদিন প্রেমের চরম দুঃসাহসে সে করেছিল যে পণ, দিয়েছিল যে আশ্বাস, জীবনের বাস্তবতায় তাকে কি পারেনি সত্য করে তুলতে?

(এক)

কালিম্বানা সঙ্গ ক্যরতা রঙ্গ র‍্যালিম্বা,
ভ্রমর গুঞ্জরে ফুলি ফুল ওম্বালে ;
চাঁন্দ উর মোর বোলে
কোম্বেলকি কুকু শুনি হুঁক উঠি ॥
লেহ্যর ক্যাহর লেরাতা সব ধিরচ্ছন মোরি,
লেলার গারিওম্বা ভড়লে আম্বী
আজ বাগমে পুকারে,
কি নিওম্বালে রাম বোলে হর বারবার ॥

(দুই)

ত্রিবেণী তীর্থপথে কে গাহিল গান
জাগায়ে তুলিল মোর আকুল পরাণ
শ্যাম তরুছায়া তলে,
ছিনু বসে আঁখি জলে ;
আমার নীরব গানে কে তুলিল তান।
কিবা তব নাম খানি আমারে শুনাও
না বলা কথাটি মোর যাও শুনে যাও
ওগো মোর মরমিয়া,
কথারো মালিকা দিয়া ;
নিভারী ব্যাকুল হিয়া করিলে যা দান।

(তিন)

বসে আছি পথ চেয়ে,
ফাগুনেরো গান গেয়ে।
কতভাবি ভুলে যাবো
মন মানে না,
মন মানে না ॥
বেদনার শতদলে,
স্মৃতির সুরভি জ্বলে ;
নিশিথের মনো বীণা।
সুর জানে না ॥
আজ তুমি নেই সাথে
ভুলে থাকা ছলনাতে

মনে মনে বলি শুধু,
তোমারি কথা ॥
পাওয়া না পাওয়ার মাঝে,
অচেনার সুর বাজে।
সুরভিত বিরহের,
মর্ম ব্যথা ॥
তুমি ওগো তুমি মোরে,
বেঁধেছ কি মায়াডোরে।
সে বাঁধনে দুনয়নে,
ঘুম আসে না ॥

(চার)

ওরে মন, হারাই হারাই করিসনে রে
হারাবি তোর কিইবা আছে।
ও তোর, অন্নহারা সন্নিসী মন,
ঘুরছে কেবল চড়ক গাছে ॥
দেবতা যে তোর বোম ভোলানাথ,
দোরে দোরে পাতেন দুহাত।
গলায় দোলে হাড়ের মালা
কানাকড়ি নেইরে কাছে ॥
শেষের দিনের শেষ বিচারে,
কাঁদতে হবে অন্ধকারে।
এই বেলাতে যার যা কিছু,
শিব যে তোদের ভিক্ষা যাচে ॥

(পাঁচ)

শোনো বন্ধু শোনো,
প্রাণহীন এই সহরের ইতি কথা ;
ইঁটের পাঁজরে লোহার খাঁচায় দারুণ মর্ম ব্যথা।
এখানে আকাশ নেই,
এখানে বাতাস নেই।
এখানে অন্ধ গলির নরকে মুক্তির আকুলতা,
জীবনের ফুল মুকুলেই ঝরে সুকঠিন ফুটপাতে ;
অতি সঙ্কীর্ণ ক্রুর দানবের উদ্ধত পদপাতে ॥
এখানে শান্তি নেই,
এখানে স্বস্তি নেই।
প্রাসাদ গিরী যেন বিলাসের নিদারুণ রসিকতা ॥

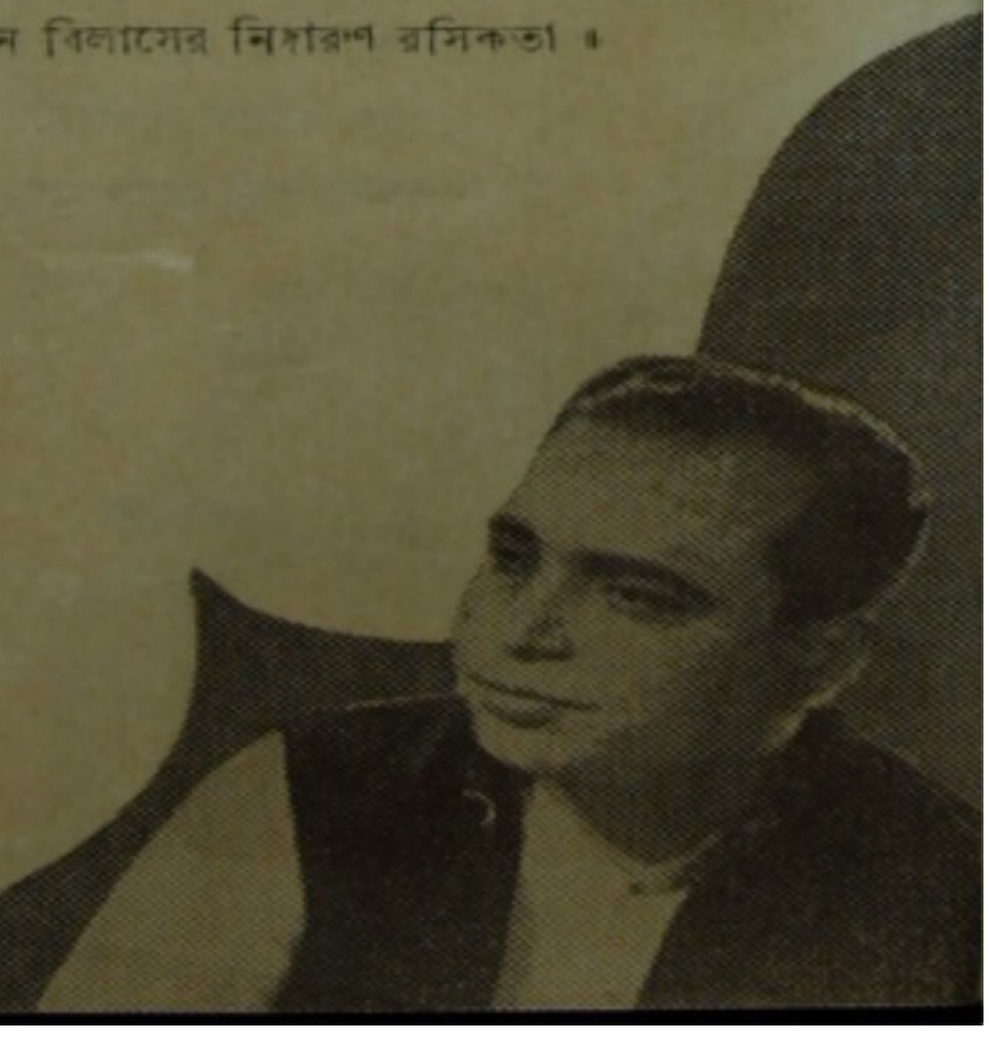

(ছয়)

সুরের আকাশে তুমি যেগো শুকতারা,
আমায় করেছো একি চঞ্চল বিহ্বল দিশাহারা।
অরুণাচলের বুকে,
তুমি জাগালে দীপ্তমুখে ;
মহাতমসায় আলোর ঝর্ণাধারা ॥
নবচেতনার রক্ত কমল দলে,
অগ্নি ভ্রমর দিগন্তে জাগে।
রাগিণীর পরিমলে ॥
মিছে হ'ল অভিশাপ,
মোর জীবনের সন্তাপ।
গত রজনীর অশ্রু তিমিরে ভেঙ্গেছ অন্ধকারা ॥

(সাত)

ঝড় উঠেছে বাউল বাতাস,
আজকে হ'ল সাথী।
সাত মহলা স্বপ্ন পুরীর,
নিভলো হাজার বাতি।
রুদ্র বীণার ঝংকারেতে,
ক্ষুব্ধ জীবন উঠল মেতে।
সকল আশার রঙ্গীন নেশা,
ঘুচলো রাতারাতি।
আকাশ জুড়ে দীর্ঘশ্বাসের,
মাতন হ'ল শুরু।
সুরের স্বপন ভাঙ্গলো শুনে,
মেঘের গুরু গুরু।
উড়ছে ভুলের ঘুর্ণি হাওয়া,
সকল চাওয়া সকল পাওয়া।
শুকনো পাতার মর্মরে আজ,
করছে মাতামাতি।

(আট)

মরণের রূপে এসেছো তুমি যে,
তোমারে করিনা ভয়।
জীবনের শেষ গানে আজি,
গেয়ে যাব তব জয়।

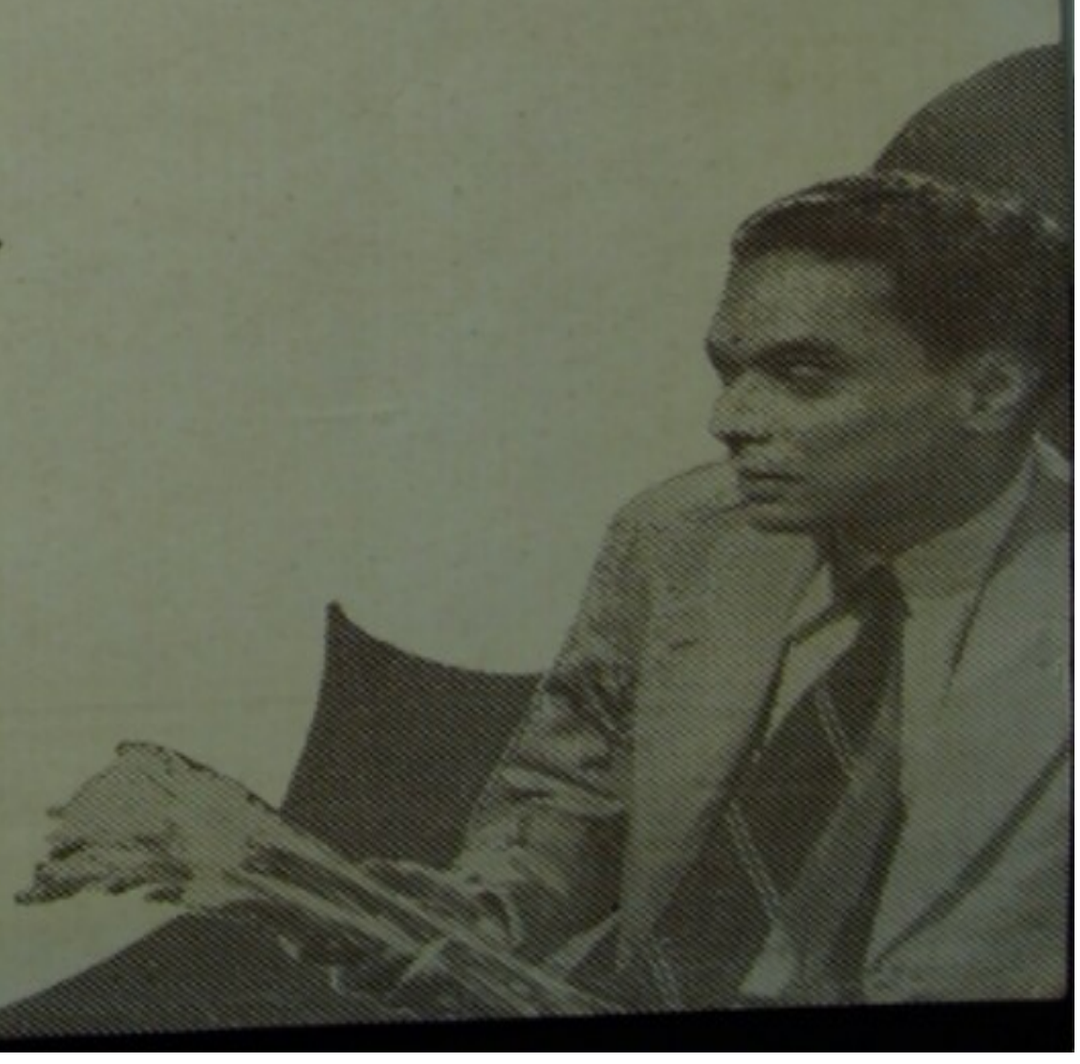

সহকারী বৃন্দ

পরিচালনা	:	বিশু বর্মণ, রবীন কুমার, সত্যব্রত চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন বন্দ্যোপাধ্যায়।
আলোক-চিত্র শিল্পী	:	নিমাই রায়, তরুণ গুপ্ত, সত্য রায়, সৌমেন্দু রায়।
শব্দযন্ত্রী	:	দেবেশ ঘোষ, মৃণাল গুহ, সমীর ঘোষ।
সংগীত:পরিচালনা	:	সমরেশ রায়, অমল মুখোপাধ্যায়।
সম্পাদনা	:	রবীন বন্দোপাধ্যায়।
রূপসজ্জা	:	মনোতোষ রায়, পরেশ।
ব্যবস্থাপনা	:	পূর্ণ বাহাদুর, কালীচরণ, পাঁচু গোপাল, শৈলেন পাল।
শিল্প নির্দেশ	:	সুবোধ দাস।
প্রচার সচিব	:	শচীন সিংহ।

৪ রূপায়ণে ৪

সুচিত্রা, সুপ্রভা, তপতী, বনানী,
বিভা ভট্টাচার্য্য, রাজলক্ষ্মী, আশা, মনোরমা, রাণী।
উত্তম, পাহাড়ী, কমল মিত্র, বিকাশ রায়, গঙ্গাপদ বসু, দীপক মুখার্জী
জীবেন বসু, অমর মল্লিক, নিতীশ মুখার্জী, তুলসী চক্রবর্ত্তী হরিমোহন বসু
মাঃ অলোক, শীতল বন্দোপাধ্যায়, অমূল্য সান্যাল, নৃপতি চ্যাটার্জি, অমর বিশ্বাস, পরিতোষ রায়, জ্ঞানেশ, মুখার্জী, সত্যব্রত চ্যাটার্জি, প্রণব, দেবী ব্যানার্জি, প্রতাপ মুখোপাধ্যায়, নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, লাবণ্য ঘোষ, হরি, ননী মজুমদার, প্রমাংশু বসু, চিন্ময় লাহিড়ী, পবিত্র চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, নির্মল রায়, ঋষি বন্দোপাধ্যায়, শক্তি পদ, নির্মল দাস, বাণী বাবু, সুধীন মজুমদার, বেণু মিত্র, শচীরঞ্জন, কুতু চ্যাটার্জী, ননীমাধব, বচন সিং, কল্যাণ, পরেশ, বসন্ত সৌরেন ঘোষ, সৌরেন বন্দোপাধ্যায়, রাম, নানু বাবু, অজিৎ, সুললিত, কালীনাথ এবং আরো অনেকে

শচীন সিংহ কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও ন্যাশনাল আর্ট প্রেস কলিকাতা, হইতে মুদ্রিত।

মূল্য দুই আনা।